দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... 10 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ছাত্র রাজনীতিতে সুস্থতার প্রয়োজন

জাহীদ রেজা নূর

বিএনপি নেত্রী এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের 'ভারতের কাছে দেশ বিক্রি', 'মসজিদগুলি মন্দির হয়ে যাওয়া', 'উলু ধ্বনি' ইত্যাদি বচন শুনবার পর ছাত্রদলের রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার নেতারাও একটি অসাধারণ কাজ দেখালেন। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে অসত্য ও অশ্লীল একটি লিফলেট প্রচার করার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন তারা। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দেশের স্থপতির চরিত্র হননের এই প্রচেষ্টাকে কোন যুক্তিতেই সুস্থ রাজনৈতিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে দেখতে পারছি না।

ছাত্র রাজনীতির অতীত ইতিহাস নিয়ে ভাবতে বসলে দেখতে পাই, ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কে ঘাটতি ছিল না কখনো। বস্তুনিষ্ঠ ও গঠনমূলক সমালোচনার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল ছাত্র রাজনীতিতে। উজ্জ্বল বহু মুখ দেখতে পাই বায়ান্ন, বাষট্টি, ছিষট্টি, উনসত্তরের আন্দোলনগুলোর সময়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই ছাত্র রাজনীতিতে দলাদলি, কোন্দল ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং একটা সময় বিভিন্ন রকম রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বড় ধরনের লোভ দেখিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদেরকে বশে নিয়ে আসে। এই বশ্যতার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে ক্যাম্পাসে অস্ত্রের আমদানি হয় এবং ছাত্রদের গডফাদার প্রথার প্রচলন হয়। পরিবর্তনটি এত দ্রুত ঘটে গেল যে, বোঝাই গেল না কবে থেকে ছাত্ররাজনীতি বৃহত্তর পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলোর পদক্ষেপসমূহের গুণকীর্তনে মগ্ন হয়ে উঠল এবং বৃহত্তর ছাত্রসমাজের প্রতি দায়বোধ এড়িয়ে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিলের তীর্থ কেন্দ্রে পরিণত হলো। ব্যাপারটি ঘটল অতি অল্প সময়ের মধ্যে। রাজনৈতিক দলগুলোতেও নীতি ও আদর্শের প্রতি স্থিতিশীল থাকার বদলে দল ত্যাগ করে সরকারিদল করার প্রবণতা দেখা দিল।

বিগত দশ বা পনের বছরে পত্রিকা ঘাঁটলে আমরা অনেক তথ্যই পেয়ে যাবো। কিন্তু ছাত্ররা শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য, হলগুলো ক্যাডারমুক্ত করার জন্য, শিক্ষকদেরকে ক্লাস নিতে বাধ্য করার জন্য, সময়মত পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য, সন্ত্রাসী রাজনীতি বন্ধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, এমনটি খুব একটা চোখে পড়ে না। দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এসএসসি উত্তীর্ণ হতে না পারা একদল ক্যাডারও গড ফাদারদের আনুকূল্যে ছাত্র রাজনীতি করে বেড়াচ্ছে। এ ব্যাপারে ছাত্রনেতারা কোন সময় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এমন ঘটনাও চোখে পড়েনি। নিজ দলের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ছাত্র-রাজনীতির বারোটা বাজিয়ে দিলেও সেদিকে আমাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। দল বাঁচলে বাপের নাম দেশ বাঁচল কি-না, সে প্রশ্ন অবান্তর।

ছাত্র রাজনীতির ভাল দিক গ্রহণ না করে খারাপ দিকটির প্রতি আকৃষ্ট হবার প্রবণতা সদ্য তরুণদের মধ্যেও বিদ্যমান। একটি রটনা বা গুজবকে কেন্দ্র করে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা রাজপথে যে তান্ডবের জন্ম দিল, তা কি রাজনীতির অশুভ দিকটির প্রতিফলন নয়? সিলেবাস তো টেস্ট পরীক্ষার আগেই শেষ হওয়ার কথা, তাহলে কখন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, তা নিয়ে ছাত্ররা এই তোলপাড়টা করল কেন? তা ছাড়াও গুজবের আলোড়নে উত্তেজিত হয়ে রাজপথে গাড়ি ভাঙার আনন্দ কতটা শিক্ষিত মনের পরিচায়ক? এখন কিছু একটা ঘটলেই রাস্তাঘাটে পাল্লা দিয়ে গাড়ি ভাঙা হয়, যেন গাড়ির কারণেই সব সমস্যার জন্ম হয়েছে।

সংবাদ-এর পাতাতেই দলীয় সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের পর তাদের সপক্ষে পোস্টার, বক্তৃতার স্বরূপ উদঘাটন করা হয়েছে একটি মন্তব্য প্রতিবেদনে। দলের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকা সন্ত্রাসীর কারণে লজ্জিত না হয়ে আক্রমণাত্মকভাবে তাদের সাফাই গাওয়ার এই ট্র্যাডিশনে কে লাভবান হয়? এই প্রশ্ন কি আমরা কখনো নিজেদেরকে করে দেখেছি? দলের যদু-মধুও গ্রেফতার হলে নেতা বনে যায়। সেই 'নেতা'কে নিয়ে দেয়াল লিখন, পোস্টার লাগানো ও মুক্তি দাবির হাস্যকর ও দুঃখজনক ঘটনা যখন একের পর এক ঘটতেই থাকে, তখন শুভ বুদ্ধির প্রাসঙ্গিকতাই হুমকির সম্মুখীন হয়। সংশয় উপস্থিত হয় মনে।

ছাত্র বা রাজনীতিতে কি হওয়া উচিত বা কি করণীয়, তা ছাত্ররাই ভাল বলতে পারবেন। তবে আমি নিশ্চিত, অস্ত্রের হুঙ্কার আর ক্যাডার বাহিনীর দাপট সাধারণ ছাত্ররা কখনই ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু ভয়কে জয় করার মত সাহস বা অবস্থার সৃষ্টি হয় না বলেই সব কিছু নীরবে সহ্য করতে হয়।

পীরগঞ্জে বঙ্গবন্ধুর নামে অসত্য চয়নে যারা উৎসাহিত হয়েছেন, তাদের মধ্যে ঐ থানার ছাত্রদলের সভাপতিও রয়েছেন। একটি ছাত্র সংগঠনের যেকোন পর্যায়ের সভাপতি হতে হলে অভিজ্ঞতা, সংগ্রামী ঐতিহ্য, দূরদর্শিতা, রুচি ও সংস্কৃতিবোধের পরিচয় দেয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। কৌশলগত কারণে কোন কোন সময় অন্য ধরনের সিদ্ধান্তে আসতে হলেও তা কোনভাবেই রুচিবোধকে ম্লান করে নয়। কিন্তু পীরগঞ্জের ঘটনায় রুচির 'ছাপ' ছিল না।' এই আক্রমণ সরাসরি বৈরিতাকে আরও প্রগাঢ় করে তোলে। ব্যক্তিগত রেষারেষিকে গঠনমূলক ভাবনার উপরে স্থান দেয়। এই প্রবণতা হয়তো প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোতেও সুপ্তাবস্থায় রয়েছে। ছাত্রদেরকে বুঝতে হবে, দেখার ধরনটার মধ্যেই ফাঁক রয়েছে কিনা। বঙ্গবন্ধুর পূর্বপুরুষ আরব থেকে এসেছেন, কি হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছেন, তা বড় কথা নয়। এ ব্যাপারে প্রকৃত সত্য সবাই জানে। তারপরও যদি ব্যাপারটিকে বিতর্কিত করে তোলা হয়, তাহলে আমাদের প্রশ্ন ঃ বঙ্গবন্ধু যে মনেপ্রাণে একজন বাঙালি ছিলেন, এটাই কি তার সব চাইতে বড় পরিচয় নয়? নিজেদের রুচিবোধকে নিচের দিকে নামিয়ে নিতে থাকলে ক্ষতিটা কার, সে কথাও কি আমরা বুঝতে পারি না?

ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন রুচিবোধের প্রমাণ দেয়ার। কারো কোন ভাল কাজকে স্বাগত জানানোর ঐতিহ্য একেবারেই চলে গেছে আমাদের। মাঠ গরম করার জন্য নির্জলা মিথ্যেকে স্বাগত জানাতেও এখন আমরা আর পিছপা হই না। প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোর মূল পরিচয় যেন পারস্পরিক শত্রুতাতে। অথচ, শিক্ষার্থীদের অধিকার, ছাত্র-সমস্যা, দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গঠনমূলক অবস্থান গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর ভাবনা আজ তিরোহিত। রাজনীতির লক্ষ্য তো দেশ ও দশের সেবা এ কথা আমরা ভুলে যাই কি করে? পারস্পরিক কুৎসা রটনায় কি দেশের অগ্রগতি হবে?

এ দেশে ছাত্র আন্দোলন গভীর তাৎপর্যময়। ছাত্রদের অকুণ্ঠ সমর্থন ছাড়া স্বাধীনতার আগে ও পরে দেশের বড় বড় আন্দোলনগুলো গড়ে ওঠেনি। এমনকি বহু সমস্যায় কন্টকিত থাকার পরও স্বৈরশাসনবিরোধী গণআন্দোলনে ছাত্রসমাজের অবদান খাটো করার মত নয়। শিবিরের উল্লম্ফন ঠেকাতে যখন বিভিন্ন দলের ছাত্ররা একজোট হয়েছে, তখনও তাদের বিজয় হয়েছে। কিন্তু বিজয়ের পরাজয় ঘটতেও বিলম্ব হয়নি— ঐ রুচি আর মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক শত্রুতার সন্ত্রাসীরূপ পরিগ্রহণে। ছাত্ররা জাতির ভবিষ্যৎ এই আপ্তবাক্য উচ্চারণ করার আগে ছাত্রদের রুচি, বোধ, বিবেক, মননের গভীরতার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বিকাশের গতিশীল পথে যখন পৃথিবী পাড়ি জমিয়েছে, তখন এক এক লাফে মধ্যযুগে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা থেকে রক্ষা করতে হবে ছাত্রসমাজকে। আমাদের দেশে ছাত্র রাজনীতির একটা ঐতিহ্য আছে, আর এখনকার ছাত্ররাও আগের ছাত্রদের চাইতে কম মেধাবী নয়, কিন্তু রাজনীতি এবং ছাত্রের মধ্যে মেধা, সততা রুচি যদি অনুঘটক হিসেবে কাজ না করে তাহলে ছাত্রদের তথা দেশের স্বার্থ রক্ষা না করে 'ব্রাহ্মণ্যবাদের দালাল', 'উলু ধ্বনি', ' দেশ বিক্রি'সহ বিভিন্ন কাল্পনিক অরুচিকর বয়ান বার বার শুনতে হবে আমাদের। আগে এসব রুচিহীন বিকৃত বক্তৃতা করত মৌলবাদী স্বাধীনতাবিরোধী চক্র। আমরা ছাত্র রাজনীতিতে কিংবা বৃহৎ রাজনীতি অঙ্গনে মৌলবাদের অপচ্ছায়া দেখতে চাই না। ছাত্র রাজনীতিতে সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে পারে ছাত্ররাই এবং এই সুস্থতা বৃহৎ রাজনীতির অঙ্গনেও প্রভাব ফেলতে পারে। স্বাধীনতার পক্ষশক্তি ও বিপক্ষ শক্তির মেরুকরণে এই সুস্থতার প্রয়োজন আজ বড্ড বেশি। সে কথা প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো বুঝবে কি?